অবশেষে মিজ্ হাসেমের ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হলাম আমি!

জাফর উল্লাহ

মিজ্ হাসেম তড়িঘড়ি করে আমার লিখার জবাব দিলেন ভিন্নমতে; তবে লেখাতে তার ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রাধাণ্য ছিল মাত্রাধিক! তার লেখাটিকে "লেখা" না বলে কুৎসা গাওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে নিঃসন্দেহে। পাঠকরাই না হয় একটু খতিয়ে দেখুন তার লেখার ভাষা।

আমি দেশে থাকাকালীন পেটের ধাঁন্দায় কি বিষয়ে লেখাপড়া করেছিলাম সেটাই ছিল তার বলার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি ১৯৬৯ সনে দেশের মিলিটারী আইনের পুনরর্ব্যবহার দেখে ২১ বছরের মাথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর গবেষণা ও লেখাপড়ায় মন দিই। বয়স কম হবার দরুন নুতন করে লিখাপড়া করি জীব-রসায়ণ ও আণবিক জীব-বিদ্যায়। ময়মনসিংহে ১৯৬২-৬৭ সন আমাকে শিখিয়েছে কি ভাবে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সেখানে সদ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফেরৎ আসা এক প্রফেসর (ডঃ আশরাফুল হক) উদ্ভিদ বিদ্যা পড়ানোকালীন আমার মনকে ভীষণ ভাবে ক্যামিক্যাল জেনেটিক্স এর দিকে ঠেলে দেয়।

তাই ১৯৬৮-৬৮ সন আমি অতিবাহিত করি ঢাকার আনবিক শক্তি কেন্দ্রের গবেষণাগারে (বাঙ্গলা একাদেমির প্রার্শে যে সুরম্য ভবনটি সেখানে)। একাদেমীর লাইব্রেরীটি ছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তাই সেখানে বসে চৈত্রের নিদাঘে সময় কাটাতাম "নেচার", "সায়েন্স", "জেনেটিক্স" আর অন্যন্য জর্নাল পড়ে। তাই সে'সময় ঢাকায় বসে যতটুকুই লেখাপড়া করেছিলাম তা কারিকুলামের বহির্ভূত। সে'কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ৪ থেকে ৫ বছরের মাঝেই ডক্টোরেট ডিগ্রি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি ডিগ্রিটা হলো একরকমের ইউনিয়ন কার্ড — যেটা ছাড়া চাকুরীর বাজারে হন্যে হয়ে চাকুরী খুঁজা যাবে না। নিতান্ত ছাঁ-পোষা মানুষ তো আমি, তাই দশজনার মত আমাকেও একটা চাকুরী জোগাড় করতে হলো জ্ঞানের অনুষণের কারণে। তাও আবার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যন্ডে স্টোনিক্রকে।

তখন আমি অবিবাহিত ছিলাম; তাই সন্ধ্যার পর লাইব্রেরীতে এসে উপনিষদ আর রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লী হতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখা আর অনেক দর্শন শাস্ত্রীয়মূলক বই পড়েছিলাম যা ভারতের প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্পাদনা করেছিলেন। সে' সময়টায় আমি রাতে সময় পেয়েছিলাম বলে ইংরেজী সাহিত্যের দিকেও ঝুঁকে পড়ি। সাউন্ড-বীচে যে বাসায় থাকতাম সেখানে ছিল আরেকজন শিক্ষক যার পান্ডিত্য ছিল লিংগুইস্টিক্সে। তিনি ছিলেন মনটিওলবাসী ক্যানেডিয়ান এবং এখন তিনি একজন অত্যন্ত নামী লোক আমেরিকার ভাষাতত্ত্ব শাখায়। আমার বড় ছেলে (২৫ বছর বয়সের) যে এখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকো-লিংগুইস্টিক্স এ ডক্টোরেট করছে সে বিশ্বাসই করতে পারে না যে আমি এই ক্ষলারের সাথে ৩টি বছর কাটিয়েছি এক বাসায়। ডঃ মার্ক আরানোফ্ মাত্র কিছুদিন আগে ইয়েলে গিয়েছিলেন এক সেমিনার দিতে। সেমিনার শেষে ডিপার্টমেন্ট তাঁকে এক রেস্তোরায় নিয়ে যায় তাঁর সন্মানার্থে। সেখানে আমার বন্ধু আমার বড় ছেলেকে আমার ১৯৭৪-৭৭ সনের নানান অভিজ্ঞতার কথে বলেছে। সে'সময় আমি মার্কের সাথে হিউম্যানেটিস বিভাগের নানান সেমিনার, ও বিভাগীয় পার্টিতে যেতাম জ্ঞানীগুনি শিক্ষকদের সাথে মতামত আদান-প্রদান করার জন্য।

মিজ্ হাসেমের ধারণা এই যে সম্যক্ জ্ঞান কেবল ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হয়ে যায়! আমার তো সত্যিকারের জ্ঞানলাভ শুরু হয়েছে ১৯৭৪ সনে ডক্টোরেট করার পর। আর তা থেকে অব্যহতি পেলাম কোথায়? এখনও রাতে সময় পেলে দাঁন্তের ''ডিভাইন কমেডী'' ও ডিকেন্সের ''দ্যা পিক্উইক্ পেপারস্'' পড়ি। জ্ঞানার্জনের জন্য কি কোন বিশেষ সময় বরাদ আছে কারু জীবনে? তাই মিজ্ হাসেম অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে তার উপসংহারটি পেশ করলেন এই বলে যে আমার নাকি জ্ঞান কেবল কৃষিবিদ্যায়। শাস্ত্রে কোথায় লিখা আছে যে ঢাকা ব্যতিরেকে আর কোথাও জ্ঞান সম্যুক ভাবে লাভ করা যাবে না। নাকি, জ্ঞানটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৈত্রিক সম্পত্তি? সেখানে 'নেকাপড়া' না করলে জ্ঞানের উন্মেষন আর কারু হবে না?

আমি পেটের ধাঁন্দায় যে চাকুরী করি সেখানেও আমার হাতের ছাঁপ অবশ্যই রেখেছি। একশ'র ওপর রেফারীড জর্ণালে আর এবস্টান্টসহ নানান মিটিং এ, বুক চেপ্টারে আমার অবস্তান স্থাপিত করে রেখেছি। "পাব-মেড" নামে যে বৈজ্ঞানিক সার্চ এঞ্জিন আছে তাতে আমার নাম (আবুল এইচ জে উল্লাহ) দিয়ে খোঁজ করলে তবেই ধরা পড়বে গবেষণাগারে ভেরেন্ডা ভাজি কিনা। তা ছাড়া ১৯৯৭ সনে ডিপার্টমেন্ট আমাকে জি এস ১৫ রেঙ্কে পদান্বিত করেছে। এই রেঙ্কই হচ্ছে সব চেয়ে উপরের রেঙ্ক যা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফুল প্রফেসর বা ডীন পদের সমান। কেন এত সব লিখছি? কই? আগে তো কক্খনো এমন করে নিজের সনুন্ধে লিখি নি! নিজে থেকে লিখলে মনে হতো আত্মপ্রচারে শশব্যস্ত হয়ে পড়েছি। পাঠকরা সেই চোখ দিয়ে দেখবেন না কিন্তু। মিজ্ হাসেম যখন তর্কে আর পারছেন না, তখন শুরু করলেন আমার নামে সবাইর কাছে কান ভরতে। কই? আমি তো জানতে ইচ্ছুক নই তার বিদ্যার দৌড় কদ্বু। তবে শুন্য কলসী যে মাত্রাধিক আওয়াজ করে — তা তিনি আবার নয়া করে সোল্লাসে প্রমাণ করলেন তার লিখার মাধ্যমে।

আমি আমার আণের লিখায় ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আমেরিকান হেরিটেজ অভিধানের সারণাপন্ন হয়েছিলাম এই কারণে যে কোন সংজ্ঞা যদি অভিধানে থাকে তবে তার মানে হচ্ছে এই যে সেই ব্যাপারে আর কারু দ্বিরুক্তি নেই। সে'জন্য অনেক সময় পশুতরাও নানান শব্দ বা টার্মস বুহজানোর জন্য লেক্সিকোগ্রাফার বা আভিধানিকের সারণাপন্ন হোন। অভিধানে কোন শব্দের মানে খোঁজার মানে এই নয় যে সেই ব্যক্তি যিনি কিছু খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন তার জ্ঞান অতি অপ্রত্তুল। মিজ্ হাসেম তার মানসিকতার বর্হিপ্রকাশ এমন ভাবে করেন যে তা অনেকের কাছে হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার কথায় আস্তা রেখে চলুন না আমরা সবাই আমেরিকান বা ইউরোপীয় "লেক্সিকোগ্রাফী এসোসিয়েশন" এর কাছে এই প্রস্তাব রাখি যে সারা পৃথিবী থেকে তাঁরা যেন আভিধানিক বইপত্র পুড়িয়ে ফেলেন কেননা জ্ঞান তো সব কার্ল মার্ক্স ও তাঁর সাগরেদরা বই এর মধ্যে পুরে রেখেছেন। এই অভিধান আর জ্ঞানকোষে ছাইপাশ যে সব তথ্য আছে সে'গুলো পড়ে কি আর হবে?

মিজ্ হাসেম আমার লিখালিখির ব্যাপারেও বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি যে আমি যে সব হজবরল আধুনা লিখছি সে গুলো বিশ্বের নানান দেশে সিন্ডিকেটেড ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কাগজে লিখা সংবাদপত্রে। যদি তিনি মনে করেন যে সব বানিয়ে বানিয়ে লিখছি তা হলে গুগুলে গিয়ে ইংরেজীতে "জাফর উল্লাহ" নাম দিয়ে খোঁজ করেন। আমার লেখার ১০-২০% তাতে উঠতে পারে। আর তার সংখ্যাই হচ্ছে পাচ শ'রও বেশী। আমার জানামতে গত আট বছরে নানান ফোরাম ও সংবাদ পত্রে আমি দু'হাজারেরও বেশী লিখা লিখেছি তবে বেশীর ভাগই যুগোপযোগী লেখা তাও আবার দু'তিন পাতার বেশী তা নয়। মিজ্ হাসেম যদি আমার লেখায় যে সব তথ্যগত ভুল-ভাল আছে সে'গুলো আমাকে জানিয়ে দিন তা'হলে আমি চিরবাধিত হব। তবে ব্যাখ্যার ব্যাপারে নয়, তথ্যগত কোন ভুল থাকলে তাই কেবল জানাবেন।

আর ভবিষৎ এ কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করবেন না এই বলে যে ওমুকের জ্ঞান নেই এক বিন্দু। আর ওমুক ইংরেজী ভাষার দিগ্গজ! মার্ক্সের দেয়া জ্ঞানের বাইরেও যে জ্ঞানের আরো একটা মস্তবড় জগৎ আছে তা হয় তো তার "ব্লাইন্ড-স্পটে" এেটে বসে আছে। তাই তো তিনি আমাদের কথার কোন আমলই দেন না! সারা পৃথিবী হতে যখন "রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ" কে ঝেটিয়ে বিদায় করা হলো তখন মিজ্ হাসেম আসলেন আমাদেরকে সবক (ফারসী শব্দ ব্যবহার করলাম ইচ্ছে করেই!) দিতে আর এও বললেন যে আমরা সব্বাই নাকি "মার্ক্সবাদ" আর "রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ" এই দুই কে এক করে ফেলেছি। কিন্তু তার মত এত দূরদর্শী আর জ্ঞানী পশ্চিত এই টুকুই বুঝতে পারলেন না যে যেখানে "রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ" আচল বলে প্রতিপন্ন হলো তখন আসল "মার্ক্সবাদ" এর আর কি বাকী থাকলো? পৃথিবীতে যদি নিউটনিয়ান পদার্থ বিদ্যা অসত্য বলে প্রমাণিত হত তা হলে নিউটনের সুত্রগুলোর কি হবে? ধোপের মুখে তা কি টিকে থাকতে পারবে? মোটেই নয়! সে রকম ভাবে "রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ" যদি অচল বলে প্রমাণিত হয় — তা' হলে মার্ক্সবাদ কি ভাবে সত্য বলে এই ধরায় সগর্বে টিকে থাকতে সক্ষম হবে?

মিজ্ হাসেম এদ্দিন মার্ক্সবাদ নামে যে ওহিফেন গিলে খেয়ে বসে ছিলেন সেটির নেশা বা খোয়ারী থেকে জেঁগে উঠতে পারছেন কই? সে' জন্য সব কিছু 'ন্যাজেগোবরে' করে নানান ই-ফোরামের চায়ের কাপে ঝড় তুলছেনা আকছার! আমার অনুরোধ এই যে — মেলা হয়েছে চেঁচামেচি; আর নয়। ক্ষান্ত দিন এসব থেকে। কিছু লেখার থাকলে তা লিখুন তবে যে 'ইজম' যমের দ্বারে গিয়ে পৌছেচে, তার ভাংগা রেকর্ডের গান আমাদের আর দয়াকরে শোনাবেন না। কানে বড্ড বাজে! আর সেই সাথে ব্যক্তিগত আক্রমণ-মূলক লিখা আর লখবেন না। যদি ডারউইনবাদ নিয়ে তর্ক করতে চান, তা'হলে তাতে রাজী আছি আর 'ভাবাবাদ' বা 'আইডিয়ালিজম' নিয়ে যদি বতর্কের সৃষ্টি করেন তাতেও আপত্তি করবো না আমি। তবে 'পার্সোনাল এট্যাক' থেকে যেন বিরত থাকুন। এমনটিই কামনা করবো এখন থেকে।